তারিখ ... 12 JAN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

শিক্ষক আন্দোলনে অচল ৩৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

২ ঘণ্টায় কর্মবিরতিতে ২৬ ক্যাডার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষক আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছে দেশের সবকটি (৩৭টি) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। অষ্টম বেতন কাঠামোয় বৈষম্য নিরসনের দাবিতে তাদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির প্রথমদিনেই স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম।

বেতন কাঠামোয় নানা বৈষম্য নিরসনের দাবিতে দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছেন বিসিএস ২৬ ক্যাডার (প্রশাসন ও পুলিশ ক্যাডার) ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তারা। এ সময় কর্মকর্তারা কালোব্যাজ ধারণ করেন। কালোব্যাজ ধারণ করে গতকাল বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সব সরকারি অফিসে প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, চিকিৎসক, ২৬টি ক্যাডার ও বিভিন্ন ফাংশনাল সার্ভিসের কর্মকর্তারা কর্মবিরতি পালন করেছেন বলে সংবাদকে জানিয়েছেন প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটির স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার। তিনি জানান, দেশের শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষক : আন্দোলনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সবকটি (৩০৫টি) সরকারি কলেজেই দু'ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন হয়েছে।

সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল পুনর্বহাল, সরকারি প্রথম শ্রেণির চাকরিতে যোগদানে ক্যাডার নন-ক্যাডার বৈষম্যের সিদ্ধান্ত বাতিল, ইউএনও-কে দেয়া কর্তৃত্ব আদেশ বাতিল, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনসহ বিভিন্ন দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় (২৬ ক্যাডার) কমিটি।

আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটি এবং সরকারি কর্মকর্তা পরিষদ প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালন করবে।

এছাড়াও পাঁচ দফা দাবিতে সম্মিলিত সরকারি কর্মকর্তা পরিষদের ব্যানারে একই সময়ে কর্মবিরতি পালন করেছেন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার কর্মকর্তারা।

সম্মিলিত সরকারি কর্মকর্তা পরিষদের সভাপতি শফিউল আজম জানান, বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সারাদেশের সাড়ে তিন লাখ নন-ক্যাডার কর্মকর্তা দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেন।

অষ্টম বেতন কাঠামোয় টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বহাল, প্রথম শ্রেণির ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের একই গ্রেডে বেতন, চাকরি জীবনে নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের চারটি উচ্চতর বেতন ধাপ পরিবর্তনের সুযোগ, ইউএনও'দের কর্তৃত্ব ক্ষমতা দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আদেশ বাতিল এবং নিজস্ব সার্ভিস ও বিভাগ ছাড়া সব প্রেষণ বাতিলের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করা হয়েছে বলে জানান শফিউল আজম।

'প্রধানমন্ত্রীর সাথে দশ মিনিট কথা বললেই সমাধান হয়ে যায়'

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য অষ্টম বেতন কাঠামোতে অর্থমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ ও অন্যান্য অসঙ্গতি দূরীকরণের দাবি ও শিক্ষকদের অমর্যাদা করার প্রতিবাদে শিক্ষকদের টানা কর্মবিরতি চলছে। গতকাল থেকে দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কর্মবিরতির ডাক দেয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, 'বেতন কাঠামোতে সমগ্র শ্রেণী পেশার মানুষকেই নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। দেশে রাজনৈতিকভাবে অসন্তোষ সৃষ্টির জন্যই এটা করা হয়েছে। আমরা শুনেছি প্রধানমন্ত্রী একটি কমিটি করেছিলেন। কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়নি। তারা সমাধান চাচ্ছে না। সমাধান চাইলে আমাদের সাথে কথা বলত। আমরা গত আট মাস ধরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য অনেকবার চিঠি দিয়েছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা জানি, আমরা যাতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে না পারি একটা গোষ্ঠী সে ব্যবস্থা করে রেখেছে। উনার সাথে কথা বললে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হতো এবং তিনি শিক্ষকদের ব্যাপারে যে সমস্ত কটূক্তি করেন তা করতেন না। আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে। আর সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে দশ মিনিট কথা বললেই এ সমাধান হয়ে যায়। আমি মনে করি, প্রধানমন্ত্রী ও এ সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা বিষটি বিবেচনা করবেন।'

গত ১৫ ডিসেম্বর অষ্টম বেতন কাঠামোর গেজেট প্রকাশ করে সরকার। নতুন বেতন কাঠামোয় সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বিলুপ্ত করা হয়েছে। আর সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় প্রথম শ্রেণির ক্যাডার কর্মকর্তাদের বেতন নবম গ্রেডে এবং প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের বেতন অষ্টম গ্রেডে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সপ্তম বেতন কাঠামোতে প্রথম শ্রেণির ক্যাডার ও নন-ক্যাডার উভয় কর্মকর্তারাই চাকরিতে প্রবেশের সময় অষ্টম গ্রেডে বেতন পেতেন।

এছাড়া উপজেলা পরিষদের কাছে ১৭টি দফতর হস্তান্তরের বিষয়ে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্তের পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ১৪ অক্টোবর ইউএনও'দের কর্তৃত্ব দিয়ে একটি পরিপত্র জারি করেছে, যা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছেন বিসিএস ২৬ ক্যাডার।